দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 11 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ডিগ্রী পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা ৩৬টি কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি হতে পারবে

আব্দুল্লাহ আল মোহন

দেশে মাস্টার্স কোর্সে লেখাপড়া করার সুযোগ-সুবিধা সীমিত বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করা ৫৬ হাজার ছাত্রছাত্রী এবার বেশ অস্বস্তিকর অবস্থায় আছে— অন্যান্য বছরের পাস করা শিক্ষার্থীদের তুলনায়। যদিও এতদিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ও অনার্স পাসদের সঙ্গেই পাস কোর্সে পাস করা গ্রাজুয়েটদের পড়ানো হতো। কিন্তু বর্তমানে অনার্স পাস করা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পাস কোর্সে পাস করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স কোর্সে (প্রিলিমিনারি) ভর্তি হতে পারা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতির একটা বড় অংশ। যারা আজ তরুণ, ভবিষ্যতে যারা জাতির অহঙ্কার হতে পারতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে।

এ বছর সারা দেশের ৩৬টি কলেজে মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও ২৪টি কলেজে মাস্টার্স কোর্স খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলেও জানা যায়। বর্তমানে ডিগ্রী পাস কোর্সে পাস করা ৫৬ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ঐ ৩৬টি কলেজে প্রায় ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রী এবং ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারি কোর্সে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে বলে একটি সূত্রে জানা যায়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অবশিষ্ট ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী মাস্টার্সে লেখাপড়া করার মূল্যবান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে। প্রতিবছরই এ রকম সুযোগ বঞ্চিতদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। শিক্ষিত বেকারের হারও বাড়ছে সেই সাথে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা না হলে আমাদের গবিষ, জনগ্রসর ও জনভারাক্রান্ত দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দ্রুত অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়। আদর্শ নাগরিক ও নতুন সমাজ গড়তে কারিগর হিসাবে শিক্ষিত জনশক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই দেশের ৩৬টি কলেজে মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আরও ২৪টি কলেজে এই সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ একটি অত্যন্ত সময় উপযোগী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানানো যায় নিঃসন্দেহে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে— এ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন কলেজে ডিগ্রী পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মার্কশীট বিতরণ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বরেই মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা শুরু হতে পারে। যে ৩৬টি কলেজে মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে সে সব কলেজের নাম নিচে দেয়া হলো। মাস্টার্সে ভর্তির যাবতীয় তথ্যাদি কলেজসমূহের অফিসে পাওয়া যাবে বলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়। আপনার নিকটস্থ নিচের যে কোন কলেজের সাথে যোগাযোগ করে আপনি মাস্টার্সে ভর্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতে পারেন। ঢাকা শহরের যে সব কলেজে মাস্টার্স কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে সে সব কলেজ হলো— ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, সরকারী তিতুমীর কলেজ। এছাড়া ঢাকার বাইরে যে সব কলেজে মাস্টার্স ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে সে সব কলেজ হলো— ফরিদপুর সরকারী রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ, নরসিংদী সরকারী কলেজ, নেত্রকোনা সরকারী কলেজ, মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ, করটিয়া সরকারী সাদত কলেজ, সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ, যশোর এম এম কলেজ, সরকারী সিটি কলেজ ও সরকারী মহিলা কলেজ, পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, বরিশাল সরকারী কলেজ, পটুয়াখালী সরকারী কলেজ, সিলেট এম. সি কলেজ, নোয়াখালী কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, মুজিবুর রহমান কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, সরকারী মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, বাগেরহাট সরকারী পিসি কলেজ, বরিশাল হাতেম আলী কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ, পিরোজপুর সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং রাজশাহী সরকারী কলেজ। উপরে উল্লিখিত কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মাস্টার্স কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে সীমিত সংখ্যক। ভবিষ্যতে প্রতিটি কলেজেই ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানা যায়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রটি জানায়, দেশের সকল কলেজকে ৫টি বিভাগের আওতায় রেখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অতিসম্প্রতি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী এক সাক্ষাতকারে আশা প্রকাশ করে বলেন, আমাদের পরিকল্পনা আছে দেশের পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা। প্রথম পর্যায়ে স্নাতকোত্তর শেষ পর্বের কোর্স দেয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কলেজগুলোর সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা অন্য কলেজগুলোতেও ছড়িয়ে দেয়া হবে। তিনি আরও জানান— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সব শিক্ষার্থী ডিগ্রী/অনার্স পাস করবে তাদের মধ্যে সব চাইতে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর মাস্টার্স কোর্সে লেখাপড়া করার সুযোগ করে দিতে আমরা চেষ্টা করব। অনার্স ও প্রিলিমিনারি ভর্তির ব্যাপারটা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে যাতে মাস্টার্সে ভর্তিতে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বিষয় অনুযায়ী কোটা সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা হবে।